দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 06 JAN. 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ঃ গর্হিত অপরাধ

নববর্ষের শুরুতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ব্যবসায় গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় আমরা হতবাক হইয়াছি। ইহার আগে ১১ নভেম্বর প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়া যাওয়ায় ইংরাজি বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। আবারও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটি গঠন ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে সাসপেন্ড করিয়াছে। ৫ জানুয়ারির ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে রাজধানীর কোচিং সেন্টারগুলির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়ে গ্রেফতার হওয়া পরীক্ষার্থী আমিনুল ইসলাম থানা হাজতে স্বীকার করিয়াছে, এইম কোচিং সেন্টার হইতে সে প্রশ্ন ও উত্তরের ফটোকপি পাইয়াছে। একা সে নয়, মিরপুর বাঙলা কলেজের প্রায় সব শিক্ষার্থীই এই প্রশ্নোত্তরের ফটোকপি সংগ্রহ করিয়াছে। পুলিশ আমিনুলের কথার সূত্র ধরিয়া নানা তথ্য-প্রমাণ যোগাড় করিয়া স্বীকারোক্তির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়াছে। একটি চক্র কোচিং সেন্টার ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন বিক্রি করিয়া অর্থ আয় করিতেছে। আর কোচিং সেন্টারগুলি ব্যবসায়িক স্বার্থে শিক্ষার্থীদের ধরিয়া রাখিবার জন্য প্রশ্নপত্র ফাঁস ও বিক্রয়ের সহিত নিজেদের জড়িত করিতেছে।

রাজধানীতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া ওঠা কোচিং সেন্টারের জমজমাট ব্যবসা নতুন নহে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগে এবং কোচিং সেন্টার চালুর ব্যাপারে সরকারি কোনো নীতিমালা না থাকায় সেন্টারগুলি অসাধু ব্যবসায়িক আখড়ায় পরিণত হইয়াছে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান নহে, পরীক্ষা ও ভর্তি পরীক্ষায় সহজে উত্তীর্ণ হইবার কৌশল শিক্ষাদানের জন্য সেন্টারগুলি সেট করা প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর বিতরণ করিয়া থাকে। অতীতে বিভিন্ন সময়ে ভর্তি পরীক্ষা ও বিসিএসের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটিয়াছে, সেইসব ঘটনার সঙ্গেও কোচিং সেন্টারগুলির সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠিয়াছিল। পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন পড়িবার নিশ্চয়তা না দিলে কোচিং সেন্টারের ছাত্রছাত্রী কমিয়া যায়। এই কারণে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সহিত তাহারা যেমন বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে, তেমনি নানারকম প্রচার-প্রপাগান্ডার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করিয়া লুণ্ঠন করিতেছে বিপুল অর্থ। কোচিং সেন্টারগুলির প্রকাশ্য ও ক্ষতিকারক ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে পত্রপত্রিকায় বিস্তর লেখালেখি হইয়াছে। ২০০২ সালে শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে প্রাইভেট টিউশনি, কোচিং, নোট বই ও গাইড নিষিদ্ধ ঘোষণা করিবার সুপারিশ করিয়াছিল। কিন্তু অদ্যাবধি কোচিং সেন্টারের ক্ষতিকারক বাণিজ্যিক প্রভাব যে অব্যাহত রহিয়াছে, বারবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের সহিত তাহাদের সংশ্লিষ্টতাই ইহার বড় প্রমাণ।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিগত এক বছরে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্নীতি বিরোধী অভিযানসহ নানা ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করিয়াছে। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির নৈরাজ্য, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেও সচেষ্ট রহিয়াছে সরকার। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীভিত্তিক একাডেমিক কোচিং ব্যবস্থাকে স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গড়িয়া তোলার এবং সেইগুলিতে শিক্ষকদের বাড়তি সময় আগ্রহী ছাত্রদের শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। উচ্চহারে রেজিস্ট্রেশন ফি আদায় প্রথা বাধ্যতামূলক করিয়াও কোচিং সেন্টারগুলির অবাঞ্ছিত বিস্তার রোধ করা যাইতে পারে। যে পন্থায় হউক, আমরা মনে করি, কোচিং সেন্টারগুলির অসাধু বাণিজ্য রোধ করিবার জন্যও কঠোর ব্যবস্থা লওয়া খুবই জরুরি।